জামানত সুরক্ষা (অস্থাবর সম্পত্তি) আইন, ২০২১

যেহেতু প্রচলিত ঋণ ব্যবস্থায় স্থানান্তরযোগ্য/অস্থাবর সম্পদকে জামানত হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া অধিক মানুষের নিকট ঋণ সহজলভ্য করিবার লক্ষ্যে সুরক্ষিত জামানত নিবন্ধন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অস্থাবর সম্পত্তিতে সুরক্ষিত জামানত নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সুরক্ষা চুক্তির পক্ষসমূহের অধিকার ও কর্তব্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অথবা ইহার সহিত প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি নিরূপণ করিবার জন্য বিধান প্রণয়ন করা আবশ্যক, সেইহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণীত হইল—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন—(১) এই আইন 'জামানত সুরক্ষা (অস্থাবর সম্পত্তি) আইন, ২০২১' নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক যে তারিখ নির্ধারণ করা হইবে, সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে এবং ইহা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞার্থ—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) 'অদৃশ্যমান সম্পত্তি' (intangible) অর্থ অস্থাবর সম্পত্তি যাহা পণ্যদ্রব্য, স্বত্ব দলিল, অন্যান্য দলিলদস্তাবেজ বা অর্থ নহে এবং যাহার মধ্যে কোনো লাইসেন্স, পাওনা (receivables), সঞ্চয়ী হিসাব, ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি, ইলেকট্রনিক চেক যাহা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এ প্রদত্ত সংজ্ঞার্থঅনুযায়ী, মেধাস্বত্ব এবং ঋণ পুনরুদ্ধার করিবার অধিকার (choses in action) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) 'অর্থায়ন বিবৃতি' (financing statement) অর্থ প্রারম্ভিক বিবৃতি, সংশোধনী বিবৃতি অথবা বাতিলকরণ বিবৃতি যাহা এই আইনের বিধি ও প্রবিধানের অধীনে শর্তযুক্ত নির্ধারিত ফর্ম অনুয়ায়ী নিবন্ধিত, অনুমোদিত অথবা আবশ্যক হয়;

(গ) 'অস্থাবর সম্পত্তি' (movable property) অর্থে পণ্যদ্রব্য, কোনো স্বত্ব দলিল, সিকিউরিটি, দলিল, অর্থ বা কোনো অদৃশ্যমান সম্পত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(ঘ) ‘আদালত’ (court) অর্থ, অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত আদালত অথবা অন্য এমন আদালত যাহা সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারণ করিবে।

(ঙ) ‘আর্থিক ইজারা’ (financing lease) অর্থ কোনো অস্থাবর সম্পত্তির ইজারা, যাহার ইজারা শেষে—

(অ) ইজারাগ্রহীতা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই যে অস্থাবর সম্পত্তিটি ইজারা দেওয়া হইয়াছে তাহার মালিক হইয়া যান;

(আ) ইজারাগ্রহীতা নামমাত্র মূল্যের বেশি প্রদান না করিয়া অস্থাবর সম্পত্তিটির মালিকানাস্বত্বের অধিকারী হইতে পারেন; অথবা

(ই) অস্থাবর সম্পত্তিটির অবশেষ (residual) মূল্য অতি নগণ্য;

(চ) ‘আয়’ (proceeds) অর্থ জামানতসংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত সকল কিছু এবং জামানতের বিক্রয় বা অন্যান্য হস্তান্তর, ইজারা, লাইসেন্স অথবা জামানতের আদায়, স্বাভাবিক প্রাপ্তি, বিমার আয়, জামানতের কোনো ত্রুটি, ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসানের ফলে উদ্ভূত দাবি এবং আয় হইতে প্রাপ্ত আয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) ‘ইস্যুকারী’ (issuer) অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো সিকিউরিটি ইস্যু করিয়াছেন অথবা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাকেন;

(জ) ‘এক বৎসরের অধিক সময়ের জন্য ইজারা’ (lease for more than one year) অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(অ) এক বৎসরের বা তাহার চাইতে কম মেয়াদের জন্য ইজারা—(ক) যাহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নযোগ্য বা যে-কোনো পক্ষের ইচ্ছাধিকার (Option) সাপেক্ষে নবায়নযোগ্য বা উভয়পক্ষের সম্মতিসাপেক্ষে এক বা একাধিক মেয়াদের জন্য নবায়নযোগ্য; এবং (খ) যাহার মূল মেয়াদসহ সর্বমোট মেয়াদ এক বৎসরের বেশি হইতে পারে;

(আ) অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ইজারা যাহা সম্পাদনের এক বৎসরের মধ্যে এক বা উভয় পক্ষ দ্বারা অবসানযোগ্যসহ অন্যান্য অনির্দিষ্ট মেয়াদের ইজারা;

(ই) প্রাথমিকভাবে এক বৎসর বা তাহার চাইতে কম মেয়াদের ইজারা যাহার ইজারাগ্রহীতা ইজারাদারের সম্মতিসাপেক্ষে ইজারাকৃত পণ্যসমূহ প্রথম দখল অধিগ্রহণের পর এক বৎসরের বেশি সময়ের জন্য ইজারাদারের সম্মতিসাপেক্ষে নিরবচ্ছিন্ন বা উল্লেখযোগ্যভাবে নিরবচ্ছিন্ন দখল ধরিয়া রাখে, তবে কোনো ইজারা এক বৎসরের অধিক সময়ের জন্য গণ্য হইবে না যদি ইজারাকৃত পণ্যসমূহের উপর ইজারাগ্রহীতার দখলের মেয়াদ এক বৎসরের অধিক না হয়।

(ঝ) 'কর্তৃপক্ষ' (authority) অর্থ এই আইনের ৬ ধারায় বর্ণিত জামানত (অস্থাবর সম্পদ) নিবন্ধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ;

(ঞ) 'ক্রমিক চিহ্নিত পণ্য' (serial numbered goods) অর্থ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এ প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী মোটরযানসহ যে-কোনো যানবাহন যাহাতে কোনো ক্রমিক নম্বর রহিয়াছে এবং এই আইনের তপশিলে বর্ণিত অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোনো আইন বা বিধি বা প্রবিধানের আওতায় প্রদত্ত ক্রমিক চিহ্নিত পণ্য এবং এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোনো অস্থাবর সম্পত্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ট) 'কোড' (code) অর্থ the Code of Civil Procedure, 1908;

(ঠ) 'খনিজ সম্পদ' (minerals) অর্থে তেল, গ্যাস, হাইড্রোকার্বন এবং ভূগর্ভস্থ মূল্যবান ধাতু অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ড) 'খেলাপ' (default) অর্থ—

(অ) সুরক্ষিত দায় যখন পাওনা হইবে তখন তাহা পরিশোধ কিংবা অন্যরূপ কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ হওয়া;

(আ) কোনো একক ঘটনা কিংবা বহুসংখ্যক ঘটনার সংঘটন যাহার ফলে সুরক্ষা চুক্তির শর্তানুসারে সুরক্ষা অধিকার বলবৎযোগ্য হয়;

(ঢ) 'জামানত' (collateral) অর্থ কোনো সিকিউরিটি অধিকারের অধীনে জামানতকৃত অস্থাবর সম্পত্তি;

(ণ) 'জামিনদার' (obligor) অর্থ—

(অ) কোনো ব্যক্তি যিনি জামানতের মালিক বা যাহার জামানতের উপর অধিকার রহিয়াছে, তিনি দেনাদার হউন বা না হউন;

(আ) কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো ব্যবসায়িক চালানের মাধ্যমে অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে পণ্য গ্রহণ করেন;

(ই) কিস্তিতে ক্রয় চুক্তি (hire-purchase agreement)-এর অধীনে কোনো ক্রেতা, এক বৎসরের অধিক সময়ের জন্য ইজারার অধীনে কোনো ইজারাগ্রহীতা অথবা আর্থিক ইজারার অধীনে কোনো ইজারাগ্রহীতা;

(ঈ) কোনো ক্রেতা যিনি, স্বত্ব বহাল রাখিবার অনুচ্ছেদ (retention of title clause) সাপেক্ষে শর্তসাপেক্ষে বিক্রয় অথবা Sale of Goods Act, 1930 এর ধারা ২৫ অথবা অন্য কোনো আইনের অধীনে বিক্রেতার বিক্রয় বা বন্দোবস্ত করিবার অধিকার সংরক্ষিত রাখিয়া পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে কোনো পণ্য অর্জন করেন; এবং

(উ) কোনো হিসাবের হস্তান্তরকারী;

(প) 'ট্রাস্ট চুক্তিনামা' (trust deed) অর্থ কোনো সিকিউরিটি চুক্তি যাহার শর্তানুসারে কোনো বিধিসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, যাহা মূলধনসহ কিংবা মূলধন ব্যতীত হউক এবং যেখানেই বা যেভাবেই নিগমিত হউক না কেন, জামানত দ্বারা সুরক্ষিত ঋণদায়সমূহ (debt obligations) ইস্যু করে বা গ্যারান্টি দেয়, কিংবা ঋণদায়সমূহ (debt obligations) ইস্যু করা বা গ্যারান্টি দেবার বন্দোবস্ত করে এবং উক্ত ইস্যুকৃত, গ্যারান্টিকৃত বা বন্দোবস্তকৃত ঋণদায়সমূহের ধারকদের জন্য ১ (এক) জন ব্যক্তিকে ট্রাস্টি হিসাবে নিয়োগ দান করে;

(ফ) 'দখল' (possession) অর্থ কোনো ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক স্পর্শযোগ্য সম্পত্তির প্রকৃত দখল অথবা কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি কর্তৃক প্রকৃত দখল, যিনি ঐ ব্যক্তির পক্ষে দখলদার হিসাবে স্বীকৃত হন;

(ব) 'দলিল' (instrument) অর্থ Negotiable Instruments Act, 1881-এ প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী কোনো বিনিময়পত্র (bill of exchange), অঙ্গীকারপত্র (promissory note) অথবা চেক এবং ইসলামি শরিয়াহ মূলনীতির অধীনে পরিচালিত লেনদেন যেমন—মুদারাবা, মুশারিকা, ইজারা,

সুকুক বা অন্যান্য শরিয়াহভিত্তিক লেনদেন যাহা বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং অন্য কোনো সরকারি বা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংজ্ঞিত বা অনুমোদিত, সেইসংক্রান্ত দলিলসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ভ) 'দেনাদার' (debtor) অর্থ এমন ব্যক্তি, যিনি কোনো সুরক্ষিত দায়ের বিপরীতে অর্থ পরিশোধ বা অন্য কোনো কার্যের দায় গ্রহণ করেন, তিনি উক্ত সুরক্ষিত দায়ের বিপরীতে অর্থ পরিশোধ বা অন্য কোনো কার্যের দায় গ্রহণ করিবার মাধ্যমে জামিনদার হউন বা না হউন; এবং গ্যারান্টর বা সিউরটি-এর অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ম) 'পণ্য' (goods) অর্থ স্বত্ব দলিল, দলিলাদি (instruments) এবং অর্থ ব্যতীত কোনো অস্থাবর সম্পত্তি এবং যাহার মধ্যে সংযুতি, বাড়ন্ত ফসলাদি, অজাত পশু শাবক (unborn young of animals), কর্তন উপযোগী গাছ এবং উত্তোলনযোগ্য খনিজ উপাদান অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(য) 'প্রতিযোগী দাবিদার' (competing claimant) অর্থ জামিনদারের পাওনাদার অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি যাহার সহিত কোনো জামানতের অধিকার নিয়া সুরক্ষিত পক্ষের অধিকারের প্রতিযোগিতা রহিয়াছে; যাহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(অ) অন্য কোনো সুরক্ষিত পক্ষ যাহার উক্ত জামানতে সুরক্ষিত অধিকার রহিয়াছে;

(আ) জামিনদারের অন্য কোনো পাওনাদার যাহার উক্ত জামানতে অধিকার রহিয়াছে;

(ই) জামিনদারের দেউলিয়াবিষয়ক মামলার ক্ষেত্রে দেউলিয়াত্ব প্রতিনিধি (insolvency representative); এবং

(ঈ) উক্ত জামানতের কোনো ক্রেতা অথবা অন্য কোনো হস্তান্তর-গ্রহীতা, ইজারাগ্রহীতা অথবা লাইসেন্সধারী;

(র) 'প্রত্যয়িত সিকিউরিটি' (certificated security) অর্থ এমন সিকিউরিটি যাহা কোনো সার্টিফিকেট দ্বারা উপস্থাপিত;

(ল) ‘ব্যক্তি’ (person) অর্থে কোনো একক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি এবং অন্যান্য কৃত্রিম আইনসিদ্ধ ব্যক্তি বুঝাইবে;

(ব) ‘ভবন’ (building) অর্থ কোনো কাঠামো, স্থাপনা, খনি অথবা এমন কোনো কাজ যাহা ভূমির উপর নির্মিত বা স্থাপিত অথবা সূচনাকৃত;

(শ) ‘রেজিস্ট্রি’ (registry) অর্থ অস্থাবর সম্পত্তিতে সিকিউরিটি অধিকার বা অন্যান্য দাবিসংক্রান্ত অর্থায়ন বিবৃতির রেজিস্ট্রি;

(ষ) ‘সংযোজিত মান’ (value) অর্থ কোনো পণ যাহা কোনো চুক্তির সমর্থনে পর্যাপ্ত এবং কোনো পূর্ববর্তী ঋণ বা দায় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং তদনুসারে, ‘নূতন মূল্য’ (new value) অর্থ কোনো পূর্ববর্তী ঋণ বা দায় ব্যতীত অন্য কোনো মূল্য;

(স) ‘সিকিউরিটিজ’ (securities) অর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969-এর section 2-এর clause (l)-এ গৃহীত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী ‘Securities’-কে বুঝাইবে;

(হ) ‘সিকিউরিটিজ হিসাব’ (securities account) অর্থ কোনো হিসাব যাহাতে কোনো চুক্তি অনুসারে কোনো সুরক্ষা জমা রাখা হয় বা হইতে পারে এবং সেই চুক্তির অধীনে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণকারী ব্যক্তি, যে ব্যক্তির জন্য উক্ত হিসাব পরিচালিত হয়, তাহাকে উক্ত সুরক্ষায় নিহিত অধিকার প্রয়োগে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হিসাবে বিবেচনা করিতে অঙ্গীকার করে;

(ড়) ‘সুরক্ষিত পক্ষ’ (secured party) অর্থ—

(অ) কোনো ব্যক্তি যিনি তাহার নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তির লাভের জন্য কোনো সুরক্ষা অধিকার ধারণ করেন;

(আ) কোনো ট্রাস্টি, যদি কোনো ট্রাস্ট চুক্তিনামায় কোনো সুরক্ষা অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকে;

(ই) যেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা অনুরূপ স্বীকৃতি দেয় সেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্দেশিত রিসিভারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঢ়) ‘সুরক্ষা চুক্তি’ (security agreement) অর্থ কোনো চুক্তিপত্র যাহা কোনো সুরক্ষা অধিকার সৃষ্টি অথবা প্রদান করে এবং কোনো সুরক্ষা অধিকারের সাক্ষ্য বহনকারী কোনো দলিলও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(য়) ‘সুরক্ষিত দায়’ (secured obligation) অর্থ কোনো সুরক্ষা অধিকার দ্বারা সুরক্ষিত কোনো দায়;

(কক) ‘সুরক্ষা অধিকার’ (security right) অর্থ অস্থাবর সম্পত্তিতে বা সংযুতিতে কোনো স্বার্থ যাহা কোনো দায়-এর কার্যসম্পাদন বা পরিশোধ নিশ্চিত করিয়া থাকে এবং দায়-এর কার্যসম্পাদন বা পরিশোধ নিশ্চিত করা হউক বা না হউক, নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত করে—

(অ) এক বৎসরের অধিক সময়ের কোনো ইজারার অধীন কোনো ইজারাদার; এবং

(আ) কোনো হিসাবের হস্তান্তর-গ্রহীতা।

(কখ) ‘স্বত্ব দলিল’ (document of title) অর্থ কোনো জিম্মাদারের প্রতি অথবা জিম্মাদার কর্তৃক সম্পাদিত লিখনকর্ম, যাহা—

(অ) জিম্মাদারের দখলাধীন পণ্যদ্রব্য যাহা শনাক্তযোগ্য অথবা শনাক্তযোগ্য বস্তুর কোনো পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য অংশসমূহকে (fungibles) আওতাভুক্ত করে; এবং

(আ) প্রতিষ্ঠা করে যে, যাহার দখলে ইহা থাকিবে তিনি উক্ত দলিল এবং ইহার আওতাভুক্ত সকল পণ্যের গ্রহণ, ধারণ এবং নিষ্পত্তির অধিকারী হইবেন;

(কগ) ‘হিসাব’ (account) অর্থ কোনো আর্থিক দায়, যাহার সাক্ষ্য প্রমাণ কোনো সিকিউরিটি বা দলিল দ্বারা রাখা হয় নাই, যাহা কার্যসম্পাদন (performance) দ্বারা অর্জিত হউক বা না হউক।

(২) আয় অনুসন্ধানযোগ্য (traceable), যদিও কোনো ব্যক্তি, যাহার উক্ত আয়ের উপর ধারা ১৪-এর বিধান অনুসারে সুরক্ষা অধিকার রহিয়াছে এবং কোনো ব্যক্তি, যাহার উক্ত আয়ের উপর অধিকার রহিয়াছে কিংবা উক্ত আয় নিয়া সেই ব্যক্তি কারবার করেন, তাহাদের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক।

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ব্যাংক অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর অধীনে প্রদত্ত সংজ্ঞার্থঅনুযায়ী কোনো ব্যাংক কোম্পানি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আইনের প্রয়োগ

৩। আইনের প্রয়োগ—(১) অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তির ক্ষেত্রে, যাহা চুক্তির প্রকার, অস্থাবর সম্পত্তির ধরন কিংবা জামানতের স্বত্বাধীন ব্যক্তি-নির্বিশেষে সুরক্ষা অধিকার সৃষ্টি করে এবং কোনো বন্ধক, শর্তসাপেক্ষে বিক্রয়, ডিবেঞ্চার, হাইপোথিকেশন, অস্থাবর বন্ধক, ফিক্সড চার্জ, ফ্লোটিং চার্জ, সরঞ্জাম ট্রাস্ট, ট্রাস্ট চুক্তিনামা বা ট্রাস্ট রসিদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) এই আইনের অধীন সৃষ্টি, সম্পূর্ণকরণ এবং বলবৎকরণ-সংক্রান্ত বিধানাবলি ব্যতীত অন্য কোনো আইনে অনুমোদিত বা ইহার অধীন কোনো পূর্বস্বত্ব, চার্জ বা অন্যান্য স্বার্থের ক্ষেত্রে;

(৩) কোনো হিসাবের হস্তান্তর বা স্বত্বার্পণ-এর ক্ষেত্রে, যদিও এই হস্তান্তর বা স্বত্বার্পণ কোনো দায়-এর কার্যসম্পাদন বা পরিশোধ নিশ্চিত নাও করিতে পারে;

(৪) এক বৎসরের অধিক মেয়াদি কোনো ইজারার ক্ষেত্রে;

(৫) কোনো বার্ষিক ভাতা বা বিমা পলিসি চুক্তির অধীনে বা মধ্যকার কোনো স্বার্থ বা দাবি সৃষ্টি বা হস্তান্তর এবং জামানতের কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসান হইতে উদ্ভূত ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা হিসাবে কোনো বিমা পলিসির অধীনে পরিশোধযোগ্য অর্থ বা অন্য কোনো মূল্যের অধিকারের হস্তান্তরের ক্ষেত্রে;

(৬) The Money Lenders Act, 1940-এর অধীন কোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে; এবং

(৭) সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত এবং জামিনদারের দখলে থাকা কোনো পণ্যের উপর সুরক্ষা অধিকার সৃষ্টি বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে।

৪। জামানত (অস্থাবর সম্পত্তি) নিবন্ধন—বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে, এতদ্দ্বারা প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জামানতযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

সুরক্ষা স্বার্থের সৃষ্টি এবং পক্ষগণের অধিকার

৫। সুরক্ষা স্বার্থের সৃষ্টি—(১) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ফ্লোটিং চার্জরূপে সুরক্ষা স্বার্থসহ যে-কোনো সুরক্ষা স্বার্থের সৃষ্টি হইবে—

(ক) দেনাদারকে ঋণ প্রদান করা হইলে;

(খ) জামানতে জামিনদারের অধিকার থাকিলে অথবা জামানতের অধিকার হস্তান্তরের ক্ষমতা থাকিলে; এবং

(গ) জামিনদার এমন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিলে যাহাতে জামানতের এইরূপ বিবরণ রহিয়াছে যাহা উক্ত জামানত চিহ্নিত করিবার জন্য যথেষ্ট।

(২) কোনো সুরক্ষা স্বার্থ কোনো তৃতীয় পক্ষের উপর বলবৎযোগ্য হইবে না, যদি না উহা উপধারা (১)-এ বর্ণিত পন্থায় সৃষ্টি করা হইয়া থাকে।

৬। সুরক্ষা চুক্তির শর্তাবলি—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, একটি সুরক্ষা চুক্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে—

(ক) সুরক্ষা চুক্তিটি অবশ্যই লিখিত হইতে হইবে;

(খ) চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহকে চিহ্নিত করিবে;

(গ) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত সুরক্ষিত দায় বর্ণনা করিবে; এবং

(ঘ) এই আইনের তপশিলভুক্ত জামানত হইতে হইবে। (সংযুক্ত তপশিল)

৭। জামানত হিসাবে ব্যবহারযোগ্য সম্পত্তি—জামানত হিসাবে ব্যবহারযোগ্য সম্পত্তি বলিতে এই আইনের তপশিলে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তিসমূহকে বুঝাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সুরক্ষা স্বার্থের সম্পূর্ণকরণ

৮। সম্পূর্ণকরণের প্রক্রিয়া—এই আইনের অধীনে অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ তখনই সুরক্ষিত জামানত হিসাবে গণ্য হইবে যখন তাহা—

(১) সুরক্ষিত পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দখল বা পুনর্দখলে থাকে; এবং

(২) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত থাকে।

৯। অর্জিত আয়ে সুরক্ষা স্বার্থ—(১) যেক্ষেত্রে জামানত আয়ের সৃষ্টি করে, সেইক্ষেত্রে সুরক্ষা স্বার্থ জামানতে বজায় থাকিবে, যদি না সুরক্ষিত পক্ষ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে উহাকে চুক্তিবহির্ভূত না করিয়া থাকেন এবং জামানতের লেনদেন অনুমোদন করিয়া থাকেন।

(২) যদি কোনো সুরক্ষিত পক্ষ জামানত এবং আয় উভয়ের বিপরীতে কোনো সুরক্ষা অধিকার বলবৎ করেন, সেইক্ষেত্রে সুরক্ষা স্বার্থ দ্বারা উক্ত জামানত এবং আয়ে সুরক্ষিত পরিমাণ, উক্ত বলবৎসংক্রান্ত লেনদেনের তারিখে জামানতের বাজারমূল্য পর্যন্ত সীমিত থাকিবে।

(৩) উপধারা (১)-এর বিধানসাপেক্ষে চুক্তির মেয়াদ বহাল থাকা পর্যন্ত জামানত আয়ের উপর কোনো সুরক্ষা স্বার্থ অবিরতভাবে সম্পূর্ণকৃত রহিবে, যদি মূল জামানতে সুরক্ষা স্বার্থটি এমন একটি অর্থায়ন বিবৃতির নিবন্ধন দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে যাহা—

(ক) মূল জামানতকে অন্তর্ভুক্ত করে, যদি আয় এমন ধরনের হইয়া থাকে যাহা মূল জামানতের বর্ণনায় পড়ে; অথবা

(খ) মূল জামানতকে অন্তর্ভুক্ত করে, যদি অর্থ, চেক অথবা ব্যাংক বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের আমানতি হিসাবের সমন্বয়ে আয় গঠিত হয়; এবং

এই উপধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ বলিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে প্রদত্ত সংজ্ঞার্থঅনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।

(৪) আয়ে কোনো সুরক্ষা অধিকার অবিরতভাবে সম্পূর্ণকৃত সুরক্ষা অধিকার হইবে, যদি উক্ত আয় উদ্ভূত হইবার সময় জামানতের উপর অধিকার সম্পূর্ণকৃত হইয়া থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

অগ্রগণ্যতা

১০। অগ্রগণ্যতা নির্ধারণকারী সাধারণ নিয়মাবলি—(১) একই জামানতে সুরক্ষা অধিকারের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্যতার নিম্নোক্ত সাধারণ নিয়মাবলি প্রযোজ্য হইবে—

(ক) সম্পূর্ণকরণের তারিখ যাহাই হউক না কেন, নিবন্ধনের মাধ্যমে সম্পূর্ণকৃত সুরক্ষা অধিকারসমূহের অগ্রগণ্যতা নিবন্ধনের ক্রমানুসারে নির্ধারিত হইবে;

(খ) নিবন্ধনের মাধ্যমে সম্পূর্ণকৃত কোনো সুরক্ষা অধিকার নিবন্ধন ব্যতীত অন্যবিধভাবে সম্পূর্ণকৃত কোনো সুরক্ষা অধিকারের উপর অগ্রগণ্যতা পাইবে;

(গ) যেক্ষেত্রে নিবন্ধন ব্যতীত অন্যবিধভাবে সম্পূর্ণকৃত সুরক্ষা অধিকারসমূহের মধ্যে অগ্রগণ্যতা নির্ধারিত হইবে, সেইক্ষেত্রে সম্পূর্ণতার ক্রমানুসারে অগ্রগণ্যতা নির্ধারিত হইবে; এবং

(ঘ) অসম্পূর্ণ (unperfected) সুরক্ষা অধিকারসমূহের মধ্যে অগ্রগণ্যতা নির্ধারিত হইবে উক্ত সুরক্ষা অধিকারসমূহ সৃষ্টি হইবার তারিখের মাধ্যমে।

ব্যাখ্যা : অন্যবিধভাবে সম্পূর্ণকৃত কোনো সুরক্ষা অধিকার বলিতে দেশে প্রচলিত অন্য কোনো আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট কোনো সুরক্ষা অধিকারকে বুঝাইবে।

(২) উপধারা (১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মূল জামানত বা উহার অর্জিত আয়ের উপর অবিরতভাবে সম্পূর্ণকৃত সুরক্ষা অধিকারের অগ্রগণ্যতা থাকিবে ঐ সময় হইতে যখন সুরক্ষা অধিকারের অগ্রগণ্যতা প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(৩) কোনো সুরক্ষা অধিকারের হস্তান্তর-গ্রহীতা ঐ সুরক্ষা অধিকার-সংক্রান্ত সেইরূপ অগ্রগণ্যতা অর্জন করিবেন, হস্তান্তরের সময়ে হস্তান্তরকারীর যেরূপ অগ্রগণ্যতা ছিল।

(৪) ধারা ১৩-এর বিধানসাপেক্ষে, উপধারা (১)-এর অধীনে কোনো সুরক্ষা অধিকারের যেরূপ অগ্রগণ্যতা ছিল তাহা সকল ভবিষ্যৎ অগ্রিমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

১১। রায় বা ডিক্রিবলে পাওনাদারের অগ্রগণ্যতা—কেবল নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ধারা ১৪-এর উপধারা (১)-এর দফা (খ)-তে উল্লিখিত রায় বা ডিক্রিবলে পাওনাদারের অধিকারের উপর একটি সম্পূর্ণকৃত সুরক্ষা অধিকারের অগ্রগণ্যতা থাকিবে—

(ক) রায় বা ডিক্রিবলে পাওনাদার কর্তৃক উক্ত দফায় উল্লিখিত রায়ের নোটিশ প্রাপ্তির পূর্বে প্রদত্ত অগ্রিমের ক্ষেত্রে;

(খ) সুরক্ষিত পক্ষ কর্তৃক কোনো রায়ের অস্তিত্বসংক্রান্ত নোটিশ প্রাপ্তির পূর্বে প্রদত্ত অগ্রিমের ক্ষেত্রে;

(গ) সুরক্ষিত পক্ষ দফা (খ)-এ উল্লিখিত বিষয় জ্ঞাত হইবার পূর্বে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এমন ক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা অথবা জামিনদার ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট আইনি দায়-এর আলোকে প্রদত্ত অগ্রিমের ক্ষেত্রে; এবং

(ঘ) জামানতের সুরক্ষা, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামত বাবদ সুরক্ষিত পক্ষ কর্তৃক ব্যয়িত যুক্তিসংগত ব্যয়সমূহের ক্ষেত্রে।

১২। অসম্পূর্ণকৃত সুরক্ষা অধিকারের অধীনতা—(১) জামানতে কোনো অসম্পূর্ণকৃত সুরক্ষা অধিকার নিম্নোক্ত অধিকারের অধীন হইবে—

(ক) একই জামানতে সম্পূর্ণকৃত সুরক্ষা অধিকারের;

(খ) পাওনাদারের স্বার্থের, যদি উক্ত পাওনাদার রেজিস্ট্রারের নিকট কোনো রায়ের নোটিশ দাখিল করিয়া থাকেন; এবং

(গ) দফা (খ)-তে উল্লিখিত পাওনাদারের স্বার্থসাপেক্ষে, সংবিধিবদ্ধ বা অন্য কোনো আইনের অধীনে কোনো ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তির বিলিবণ্টনে অংশ নেওয়ার অধিকারের।

(২) কোনো অসম্পূর্ণকৃত সুরক্ষা অধিকার—

(ক) জামানতে কার্যকর হইবে না—

(অ) কোনো দেউলিয়া কার্যধারার ক্ষেত্রে স্বত্বপ্রাপকের বিপক্ষে, যদি সুরক্ষা অধিকারটি দেউলিয়া আইন, ১৯৯৭-এর আলোকে দেউলিয়া হইবার দিন অসম্পূর্ণকৃত থাকে;

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো অবসায়কের বিরুদ্ধে যদি হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অবসায়নের আদেশ প্রদানের সময়ে সুরক্ষা অধিকারটি অসম্পূর্ণকৃত থাকে;

(খ) স্বত্ব দলিলে কিংবা পণ্যে কোনো হস্তান্তর-গ্রহীতার বিপক্ষে কার্যকরী হইবে না, যদি উক্ত হস্তান্তর-গ্রহীতা—

(অ) সুরক্ষা চুক্তি নহে এমন লেনদেনের মাধ্যমে জামানতে স্বার্থ অর্জন করেন;

(আ) মান সংযোজন করেন;

(ই) সুরক্ষা অধিকার সম্পর্কিত জ্ঞান ব্যতিরেকেই জামানত গ্রহণ করেন; এবং

(গ) হিসাব ব্যতীত অন্যান্য অদৃশ্যমান সম্পত্তিতে কোনো হস্তান্তর-গ্রহীতার বিপক্ষে কার্যকর হইবে না, যদি উক্ত হস্তান্তরগ্রহীতা—

(অ) সুরক্ষা চুক্তি নহে এমন লেনদেনের মাধ্যমে জামানতে স্বার্থ অর্জন করেন; এবং

(আ) সুরক্ষা অধিকার সম্পর্কিত জ্ঞান ব্যতিরেকেই মান সংযোজন করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা ও অর্থায়ন বিবৃতি নিবন্ধন

১৩। রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা ও অর্থায়ন বিবৃতি নিবন্ধন—(১) ধারা ৪-এ যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অথবা সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করে, সেইরূপ নিবন্ধন বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ, রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা, ব্যবস্থাপনা এবং কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(২) অর্থায়ন বিবৃতি নিবন্ধনের সহিত সম্পৃক্ত ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং কার্যক্রম রেজিস্ট্রির মাধ্যমে প্রয়োগ এবং সম্পাদন হইবে।

(৩) রেজিস্ট্রি এমনভাবে পরিচালিত হইবে যাহাতে নিম্নোক্ত কোনো মানদণ্ড ব্যবহার করিয়া সহজে এবং দ্রুততার সহিত অনুসন্ধান সহজতর করা যায়—

(ক) জামিনদারের স্বতন্ত্র শনাক্তকরণ চিহ্ন দ্বারা;

(খ) জামানতের ক্রমিক নম্বর দ্বারা; অথবা

(গ) নির্ধারিত অন্য কোনো অতিরিক্ত মানদণ্ডের মাধ্যমে।

(৪) এই আইনের অধীনে নিবন্ধনের মাধ্যমে কোনো সুরক্ষা অধিকার সম্পূর্ণকৃত করিবার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফর্মে অর্থায়ন বিবৃতি রেজিস্ট্রিতে জমা দিতে হইবে।

(৫) রেজিস্ট্রি কর্তৃক আরোপিত সময় এবং যেসময় হইতে ইহা অনুসন্ধানযোগ্য হয়, সেইসময় হইতে অর্থায়ন বিবৃতির নিবন্ধন কার্যকর হইবে।

(৬) এই অধ্যায় এবং এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত বিধানের আলোকে রেজিস্ট্রি কোনো অর্থায়ন বিবৃতি নিবন্ধন বা কোনো অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ধারিত ফি পরিশোধিত হয় অথবা তাহা পরিশোধের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

(৭) কোনো সুরক্ষা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বা পরে এবং কোনো সুরক্ষা অধিকার সৃষ্টি হইবার পূর্বে বা পরে অর্থায়ন বিবৃতি নিবন্ধন করা যাইবে।

(৮) কোনো অর্থায়ন বিবৃতি নিবন্ধনের কার্যকারিতা অর্থায়ন বিবৃতিতে কোনো ত্রুটি, অনিয়ম বা বিচ্যুতির কারণে ব্যাহত হইবে না যদি না উক্ত ত্রুটি, অনিয়ম বা বিচ্যুতি বিভ্রান্তিকর হয়।

ব্যাখ্যা : একটি নোটিশ তখনই বিভ্রান্তিকর হইবে, যখন জামিনদারের সঠিক শনাক্তচিহ্ন দ্বারা অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও উক্ত নোটিশটি খুঁজিয়া না পাওয়া যায়।

(৯) ক্রমিক চিহ্নিত পণ্যের ক্রমিক নম্বরের কোনো ত্রুটির কারণে কেবল জামানতের ক্রেতা কিংবা উহার ইজারাগ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থায়ন বিবৃতি অকার্যকর হইবে।

(১০) যেক্ষেত্রে এক বা একাধিক ব্যক্তির নাম কোনো অর্থায়ন বিবৃতিতে জামিনদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং যে কোনো একজন জামিনদারের স্বতন্ত্র শনাক্তকরণ চিহ্নে বিভ্রান্তিকর ত্রুটি, অনিয়ম বা বিচ্যুতি ঘটে, সেইক্ষেত্রে উক্ত নিবন্ধন বাতিল হইবে।

(১১) কোনো জামানতের বিষয় বা ধরন সম্পর্কে অর্থায়ন বিবৃতিতে বর্ণনা প্রদানে ব্যর্থতা, ঐ অর্থায়ন বিবৃতিতে উল্লিখিত অন্যান্য জামানতের নিবন্ধনের বৈধতাকে প্রভাবিত করিবে না।

(১২) সুরক্ষিত পক্ষ বা অর্থায়ন বিবৃতিতে সুরক্ষিত পক্ষ হিসাবে উল্লিখিত ব্যক্তি অর্থায়ন বিবৃতি নিবন্ধনের পরবর্তী অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অর্থায়ন বিবৃতিতে জামিনদার হিসাবে নামযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে—

(ক) নিবন্ধক কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি যাচাই বিবৃতি প্রদান করিবেন যাহা অর্থায়ন বিবৃতির সহিত সম্পর্কিত; অথবা

(খ) নিবন্ধক কর্তৃক ইস্যুকৃত দফা (ক)-তে উল্লেখিত যাচাই বিবৃতির অনুলিপি সরবরাহ করিবেন।

১৪। অর্থায়ন বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্য—(১) অর্থায়ন বিবৃতিতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি থাকিতে হইবে—

(ক) জামিনদারের ঠিকানা এবং শনাক্তকরণ চিহ্ন;

(খ) সুরক্ষিত পক্ষের ঠিকানা এবং শনাক্তকরণ চিহ্ন;

(গ) জামানতের বিবৃতি যাহা জামিনদারের সমগ্র সম্পত্তিসহ ইহাকে যুক্তিসংগতভাবে শনাক্ত করে;

(ঘ) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি কিংবা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো তথ্য।

(২) ক্রমিক চিহ্নিত পণ্যে অবশ্যই ক্রমিক নম্বর, পণ্য প্রতীক এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম বর্ণিত থাকিবে।

১৫। অননুমোদিত নিবন্ধনের ফলে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যতা এবং ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ—যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া, জামিনদারের কোনো প্রকার অনুমোদন ব্যতীত সুরক্ষা অধিকার সংশ্লিষ্ট কোনো অর্থায়ন বিবৃতি নিবন্ধন করেন, সেইক্ষেত্রে ঐরূপ নিবন্ধনের ফলে জামিনদারের কোনো লোকসান বা ক্ষতি হইলে জামিনদার ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

সপ্তম অধ্যায়

খেলাপের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত পক্ষের অধিকার এবং প্রতিকার

১৬। প্রয়োগ—(১) এই অধ্যায়ের বিধানাবলি কেবল সেইসকল সুরক্ষা অধিকারের জন্য প্রযোজ্য হইবে যাহা কোনো দায় পরিশোধ বা কার্যসম্পাদন নিশ্চিত করে।

(২) খেলাপি হইবার পর, জামিনদার এবং সুরক্ষিত পক্ষ নিম্নরূপ অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন—

(ক) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত যে-কোনো অধিকার; এবং

(খ) সুরক্ষা চুক্তি বা অন্য কোনো আইনে প্রদত্ত যে-কোনো অধিকার।

(৩) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অধিকার এবং প্রতিকারগুলি ক্রমপুঞ্জিত হইবে।

(৪) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে সুরক্ষিত পক্ষ কর্তৃক কার্যকরকৃত কোনো অধিকার অন্য কোনো অধিকারের কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করিবে না, যদি না একটি অধিকার অপর অধিকারটির প্রয়োগকে অসম্ভব করিয়া তোলে।

১৭। সুরক্ষিত পক্ষের অধিকার এবং প্রতিকার—(১) যেক্ষেত্রে কোনো দেনাদার সুরক্ষা চুক্তির খেলাপ করে, সেইক্ষেত্রে দেনাদারের বিপক্ষে সুরক্ষিত পক্ষের নিম্নরূপ অধিকার, প্রতিকার বা দায় থাকিবে—

(ক) সুরক্ষা চুক্তিতে প্রদত্ত অধিকার এবং প্রতিকারসমূহ;

(খ) এই অধ্যায়ে নির্ধারিত অধিকার, প্রতিকার এবং দায়সমূহ এবং এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা সংযুতির উপর সুরক্ষা অধিকার, শস্যের উপর সুরক্ষা অধিকার এবং সংযোজনের উপর সুরক্ষা অধিকার বিষয়ে নির্ধারিত অধিকার, প্রতিকার এবং দায়সমূহ; এবং

(গ) জামানত যদি সুরক্ষিত পক্ষের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহা হইলে সুরক্ষিত পক্ষ কর্তৃক জামানতের হেফাজত ও সংরক্ষণ বিষয়ে আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব, অধিকার ও প্রতিকারসমূহ।

(২) সুরক্ষিত পক্ষ কর্তৃক জামানতের হেফাজত ও সংরক্ষণ, জামানত বাজেয়াপ্তকরণ বা পুনর্দখলের পর জামানতের নিষ্পত্তি করিবার অধিকার, নিষ্পত্তির পর উদ্‌বৃত্ত অথবা ঘাটতি, দায়-এর দাবিপূরণের জন্য জামানত ধারণ করিবার অধিকার এবং জামানতের পুনরুদ্ধার এবং সিকিউরিটি চুক্তি পুনর্বহাল এবং ইহার অপসারণ বা পরিবর্তন ইত্যাদি এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ

১৮। বিজ্ঞপ্তি জারি—এই আইনের অধীন কোনো নোটিশ অথবা অন্যান্য দলিল প্রদান, সরবরাহ কিংবা জারি প্রয়োজন হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্থায়ী, অস্থায়ী ও ব্যাবসায়িক বা দাপ্তরিক ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে অথবা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রেরণ করা হইবে।

১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা—সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। তপশিল সংশোধনের ক্ষমতা—প্রয়োজনের নিরিখে সরকার অথবা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে তপশিল সংশোধন করিতে পারিবে।

২২। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

জামানত সুরক্ষা (অস্থাবর সম্পত্তি) আইন, ২০২১

তপশিল

[ধারা ৬ দ্রষ্টব্য]

জামানত হিসাবে অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা

যেসকল অস্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে উহার তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রমিক	মালামালের বিবরণ
০১.	রপ্তানির উদ্দেশ্যে অথবা রপ্তানি আদেশ-অনুযায়ী পণ্য প্রস্তুতের কাঁচামাল, যাহা প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট দ্বারা সমর্থিত, সুরক্ষিত ।
০২.	ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত আমানতের সনদ।
০৩.	স্বর্ণ, রৌপ্য এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতু যাহার ওজন ও বিশুদ্ধতার মান স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ দ্বারা সার্টিফাইড।
০৪.	নিবন্ধিত মানসম্পন্ন কোম্পানির শেয়ার সার্টিফিকেট।
০৫.	মেধাস্বত্ব অধিকার দ্বারা স্বীকৃত মেধাস্বত্ব পণ্য (পেটেন্ট কপিরাইট)।
০৬.	কোনো সেবার প্রতিশ্রুতি যার বিপরীতে সেবাগ্রহীতার মূল্য পরিশোধের স্বীকৃত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে (ওয়ার্ক অর্ডার)।
০৭.	আসবাব, কাষ্ঠল উদ্ভিদ, ফলজ উদ্ভিদ, ঔষধি উদ্ভিদ, ইলেকট্রনিক, ইলেকট্রনিক পণ্য, সফটওয়্যার, অ্যাপস যাহার মূল্য প্রাক্কলন করা সম্ভব।
০৮.	যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক যানবাহন।
০৯.	খনিজসম্পদ।
১০.	যথাযথভাবে সংরক্ষিত কৃষিজাত পণ্য, প্রক্রিয়াজাত মৎস্য বা জলজ প্রাণিসম্পদ আয় উৎসারী জীবজন্তু (অজাত শাবকসহ)।